Blue Economy ব্যবহার করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম and Very Good Morning to you all.

Blue Economy ব্যবহার করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক আজকের এই আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সমুদ্রসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম।

ভূ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড তথা Blue Economy- আমাদের সামনে খুলে দিতে পারে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত।

আমাদের রয়েছে বঙ্গোপসাগরের অসীম সম্ভাবানময় সমুদ্রসম্পদ। বাণিজ্য সম্প্রসারণ, জ্বালানি নিরাপত্তায় সমুদ্রের খনিজ সম্পদের ব্যবহার, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরকে আমরা উন্নয়নের নিয়ামক ভূমিকায় দেখতে পারি।

এক্ষেত্রে সমুদ্র এবং সমুদ্রসম্পদের অপার সম্ভাবনাকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সম্মানিত সুধী,

বঙ্গোপসাগরের বহুমাত্রিক বিশাল সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমুদ্রে বাংলাদেশ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ‘‘The Teritorial Waters and Maritime Zones Act, 1974’’ আইন প্রণয়ন করেন।

১৯৮২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন কনভেনশনে বঙ্গবন্ধু প্রণীত বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের আইনের মূল বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৭ (২)-এ আমরা ডেল্টায়িক কোস্টলাইনের জন্য বেসলাইন নির্ধারণের যে প্রবিধানটি দেখতে পাই, তাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে ঐ সংক্রান্ত বিধান থাকার কারণেই।

সম্মানিত সুধী,

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী দেশ হিসেবে সমুদ্রে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ জড়িত। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল মিয়ানমার ও ভারতের সাথে অমীমাংসীত সীমানা। এ বিষয়টি সবার জানা থাকলেও বিগত ৪০ বছর এ সমস্যা সমাধানে কেউ কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি।

বরং এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর আপত্তির মুখে কেবল সমুদ্রসম্পদ আহরণের প্রক্রিয়াই বাধাগ্রস্ত হয়নি দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সীমানা নির্ধারিত না থাকার ফলে সমুদ্র তলদেশের সম্পদ আহরণে কোন উদ্যোগ নেওয়া যায়নি। আমাদের মৎস্যজীবীরা মৎস্য আহরণে বাধার সম্মূখীন হয়েছে। আমাদের মৎস্যসম্পদ অন্য দেশের জেলেরা নিয়ে গেছে।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা ২০০১ সালে আনক্লস অনুসমর্থন করি। এর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধানকে ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

গত মেয়াদে এ সংক্রান্ত সকল আইনগত ও কারিগরি বাধ্যবাধকতা সম্পাদন শেষে ২০১১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়সীমার ৫ মাস পূর্বেই আমরা ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরেও আমাদের মহীসোপানের দাবি পেশ করি।

জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) ২০১২ সালের ১৪ই মার্চ মিয়ানমারের সাথে মামলার রায় ঘোষণা করে। এরফলে আমরা মিয়ানমারের সাথে অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। কোন দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের এমন দৃষ্টান্ত এশিয়া মহাদেশে ছিল এটাই প্রথম।

একইভাবে গত ৭ই জুলাই ভারতের সাথে সমুদ্রসীমার রায়ের ফলে মহীসোপান এলাকার ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সকল প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপস্থিত সুধী,

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বিশেস্নষণ করলে দেখা যায়, যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে, সে দেশ তার অর্থনীতিকে তত এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আজ পুরোপুরি সমুদ্র-নির্ভর। প্রায় ১৩০ বিলিয়ন ডলারের জিডিপি নিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি জিডিপি'র আকারে আজ বিশ্বে ৪৪তম। রপ্তানি আয় বার্ষিক ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের বার্ষিক বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ আজ প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলার।

বার্ষিক ৬ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি নিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ আসে সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে।

বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান নানা প্রজাতির মৎস্য ও অন্যান্য জৈবসম্পদ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্য রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

এছাড়া সমুদ্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কিছু প্রাণিজ সম্পদের ঔষধি গুণাগুণ কাজে লাগিয়ে আমাদের ওষুধশিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব।

সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ফলে আমরা আমাদের গভীর সমুদ্রের ব্লকসমূহে কোন রকম বাধা ছাড়াই খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করতে সক্ষম হব।

সমুদ্রের জলরাশি এবং এর তলদেশে বিদ্যমান রয়েছে জানা-অজানা জৈব এবং খনিজ সম্পদের ভান্ডার।

এসকল সম্পদের প্রাপ্যতা, উত্তোলন এবং ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের পর্যাপ্ত দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ এবং বঙ্গোপসাগরের তলদেশে বিদ্যমান খনিজ সম্পদের উত্তোলনেও আমাদের প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। এসব বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কক্সবাজারের রামুতে গড়ে উঠছে দেশের প্রথম ''সমুদ্র-বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়''।

এছাড়া শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহায়তায় এসকল ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়েও আমাদেরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্রের অবদানের বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে জাহাজ শিল্পের প্রসারের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ তৈরির ইতিহাস সুবিদিত। পরবর্তীকালে এ শিল্প পিছিয়ে পড়লেও, গত এক দশকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ তৈরিতে পুনরায় অনেক এগিয়ে গেছে।

খুলনা শিপইয়ার্ডে প্রথমবারের মত নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগেও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান জাহাজ নির্মাণ শিল্পে এগিয়ে এসছে। বাংলাদেশে তৈরি জাহাজ আজ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এছাড়া শিপ ব্রেকিং শিল্পে বাংলাদেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

সমুদ্রপথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বন্দরসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবাদের মুখে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ব্যুরো দীর্ঘ ২০ বছর পর জলদস্যুতার জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ তালিকা থেকে বাংলাদেশের নাম বাদ দিয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় বিদ্যমান জলদস্যুতা এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যক্রম রোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ অবাধ বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে এবং একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপান এলাকার প্রাণিজ এবং খনিজ সম্পদের অবৈধ ব্যবহার প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং কোস্টগার্ডকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছি। এরফলে বাংলাদেশের বন্দরসমূহে আন্তর্জাতিক জাহাজসমূহের আগমন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরিতেও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ৬০০ থেকে ৮০০ জন মেরিন ক্যাডেট দেশে-বিদেশের বিভিন্ন জাহাজে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন রক্ষায় বঙ্গোপসাগরের অবদান অপরিসীম। আনক্লস এর সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বঙ্গোপসাগরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বর্তমান সরকার সচেতন রয়েছে। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সাথে সম্মিলিতভাবে বঙ্গোপসাগরের নির্দিষ্ট এলাকাকে Marine Protected Area ঘোষণার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যকে পুঁজি করে আমরা কক্সবাজার, সেন্ট-মার্টিনস এবং কুয়াকাটায় পর্যটন শিল্পকে আরও বিকশিত করার উদ্যোগ নিয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ইতোমধ্যেই ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত Exclusive Economic Zone-এ প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের উপর এবং এর বাইরেও মহীসোপানে সকল খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই বিশাল জলভাগ এবং তার তলদেশে, সংলগ্ন সমুদ্র বা মহাসমুদ্রে বিরাজমান প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে Blue Economy-এর টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী।

Blue Economy-এর ক্ষেত্রসমূহের সমন্বিত উন্নয়ন সাধনের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে যথাযথ পরিকল্পনা, উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তির ঘাটতি রয়েছে। জীববিজ্ঞান ও সমুদ্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের নিবিড় গবেষণা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

আমি আশা করি এ সেমিনারের মাধ্যমে আপনারা একটি কার্যকর সুপারিশমালা তৈরি করতে সক্ষম হবেন যা আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি Blue Economy ব্যবহার করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...